

বেসরকারী শিক্ষকদের অবসরভাতা কার্যকর হওয়া নিয়ে উদ্বেগ

রেকর্ডের ইহমান ৷ প্রায় দুই মাস আগে বেসরকারী শিক্ষকদের দীর্ঘ দিনের কঠিন অবসর সুবিধা প্রদানের ঘোষণা দেয়া হলেও কোন নীতিমালায় শিক্ষকদের অবসর সুবিধা পাবেন তা অদ্যাবধি চূড়ান্ত হয়নি। ফলে মাঠ পর্যায়ে শিক্ষক বিশেষ করে অবসর গ্রহণ করতে যাচ্ছেন যারা তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা দেখা দিয়েছে। চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারী বিয়ামে শিক্ষকদের এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বেসরকারী শিক্ষকদের অবসর সুবিধা প্রদানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। প্রায় ৩ মাস পর অতি সন্তুষ্টি ও ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমিটির আহ্বায়ক এবং বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের অধ্যাপক এম শরীফুল ইসলাম সন্ধ্যা পল্লি হিসেবে কমিটি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন।

একটি সূত্র জানায়, অবসর সুবিধা প্রদানের ঘোষণায় বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা ছাড়াও তর্ক হয়। প্রায় প্রতিদিনই ইত্তেফাকে টেলিফোন করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকদের জানানতে চান করে থেকে অবসর সুবিধা প্রদানের ঘোষণা কার্যকর হবে। এ ব্যাপারে অবসর সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত কমিটির একজন সদস্য জানান, বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার কারণে বেসরকারী শিক্ষকরা অবসর সুবিধা পেতে যাচ্ছেন। কমিটিতে যথাগণিতের স্বেচ্ছা এ ব্যাপারে নীতিমালা তৈরীর পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই সদস্য জানান, সর্বনিম্ন ১০ বছর পূর্ত এক নাগড়ে শিক্ষকতা করেছেন, এমন শিক্ষক অবসর সুবিধার দাবীদার হতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী চলতি বছরের জানুয়ারী মাস থেকে অবসর সুবিধা কার্যকর হতে পারে। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ধৈর্য্য হারাবেন না। মাস বাম্বেকের মধ্যে অবসর সুবিধা প্রদানের প্রবিধান প্রণয়ন করা হবে।